ভেনেজুয়েলার বিপ্লবী রাষ্ট্রনায়ক

হুগো শাভেজ

বিপুল রঞ্জন সরকার

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ ভূমিকা ॥

লাতিন আমেরিকার তেলসমৃদ্ধ রাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো রাফায়েল শাভেজ ফ্রিয়াজ, সংক্ষেপে হুগো শাভেজ-এর ঘটনাবহুল জীবন ও তেরো বৎসরের শাসনকাল উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক। প্রবল সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন বিরোধী শাভেজ দক্ষিণ গোলার্ধের বিতর্কিত রাষ্ট্রনায়ক। সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, উদার অর্থনীতি তাঁর হুল দংশনে প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত। উন্নত বিশ্বের শ্যেন চক্ষু উপেক্ষা করে তিনি স্বদেশে দীর্ঘকাল সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত, বঞ্চিত ও পীড়িত মানুষের স্বার্থে যুগান্তকারী সংস্কার প্রবর্তন করেছেন। 'একবিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্র' নামে চিহ্নিত তাঁর এই কর্মসূচি। কোনো সুনির্দিষ্ট মতাদর্শভিত্তিক নয়, কিন্তু স্বদেশে-বিদেশে জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী বিভিন্ন মনীষীর যে নীতি বা আদর্শ ভেনেজুয়েলার মাটির উপযুক্ত তা তিনি আহরণ এবং স্বীকরণ করেছেন। একবিংশ শতকের প্রথম দশকে উন্নয়নশীল বিশ্বে শাভেজের চেয়ে বলিষ্ঠ কোনো রাষ্ট্রনায়কের আবির্ভাব ঘটেনি। ভেনেজুয়েলার মাটির রসে জারিত, একান্তভাবে তার নিজস্ব সম্পদ 'একবিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্র'। ভবিষ্যৎ বলবে কতটা সফল হবে এই নীতি ও আদর্শ কিংবা কতটা সাফল্য লাভ করবেন হুগো শাভেজ। কিন্তু গত তেরো বৎসরে অর্জিত সাফল্যের পরিমাণ কম নয়। ইতোমধ্যে তা ইতিহাস। তামাম বিশ্ব তাঁর এই পরীক্ষানিরীক্ষার দিকে তাকিয়ে। বর্তমান গ্রন্থটি হুগো শাভেজের কর্মজীবনকেন্দ্রিক। শাভেজের কর্মকাণ্ডে বাংলার মানুষ, বাংলা ভাষাভাষী মানুষ ঈপ্সিত কোনো সত্যের সন্ধান পেলেও পেতে পারেন।

গ্রন্থকার

॥ ১ ॥

কেন শাভেজ

লাতিন আমেরিকার অনধিক তিন কোটি মানুষের রাষ্ট্র ভেনেজুয়েলা- প্রেসিডেন্ট হুগো রাফায়েল শাভেজ ফ্রিয়াজ। ৭ অক্টোবর ২০১২ তিনি ছয় বৎসরের জন্য পুনর্নির্বাচিত। বিশ্বের প্রায় দু শো রাষ্ট্রে এমন নির্বাচন তো কতই হয়। কিন্তু তার খবর কেউ রাখে না অথবা খুব অল্প সংখ্যকের খবর নিয়ে তামাম বিশ্বে আগ্রহ। আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়া, ভারত, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি সহ কতিপয় রাষ্ট্রে নির্বাচনী সংবাদ কম বেশি গুরুত্ব পায়। পায় এই কারণে যে, অন্যান্য বহু রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের ভাগ্য জড়িয়ে। কিন্তু ভেনেজুয়েলা যখন খবর হয়, পশ্চিমবঙ্গের বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি দৈনিকগুলি শুধু সংবাদ পরিবেশন করেনি, সম্পাদকীয় বা উত্তর-সম্পাদকীয় লিখেছে ভেনেজুয়েলা এবং শাভেজকে নিয়ে। বিশ্বের ইতিহাসে চমকপ্রদ এই ঘটনা। বিশ্বায়ন ও নবউদারবাদের যুগে শাভেজ ভিন্নতর পথের পথিক এবং বহুলাংশে সাফল্যের দাবিদার। এই নির্বাচনের প্রাক্কালে আমেরিকার

নেতৃত্বে পুঁজিবাদী দুনিয়া ও শক্তিশালী পাশ্চাত্য গণমাধ্যম তাঁকে রুখতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। প্রতিদ্বন্দ্বী হেনরিক কাপ্রিলেসের পেছনে দাঁড়ায়। দেশের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী পুরো শক্তি এবং বিত্তশালীরা শাভেজ বিরোধী ফ্রন্ট গড়ে তোলে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। পশ্চিমি গণমাধ্যম, বিশেষত আমেরিকার টিভি ও সংবাদপত্র বারংবার জনমত সমীক্ষার নামে প্রচার করে শাভেজের প্রতিদ্বন্দ্বী কতটা এগিয়ে। এমনকি অত্যুৎসাহী একটি মাধ্যম নির্বাচনী গণনার পরেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে প্রচার করে কাপ্রিলেস জয়ী হয়েছেন।

শাভেজ তাঁর বিশাল প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করেন দরিদ্র জনসাধারণের ব্যাপক সমর্থনে। তারা খাদ্য-বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার লাভ করে উজ্জীবিত। তারাই শাভেজকে পুনর্নির্বাচিত করেছে। শাভেজ কমিউনিস্ট বা বামপন্থী হিসাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেননি, তিনি বিশ্বাসী ক্যাথলিক। কিন্তু শোষিত জনসাধারণের প্রতি প্রবল সহানুভূতি, সমবেদনা ও অনুকূল কর্মসূচি নিয়ে সফল বামপন্থী রূপে উত্তীর্ণ। বাংলাদেশ সফরের সময় তিনি নিজেকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রূপেও দাবি করেন। সংস্কারমুক্ত স্বাধীনচেতা, মুক্তমনা ও অসমসাহসী রাষ্ট্রনায়ক রূপে শুধু নিজের রাষ্ট্রেই প্রতিষ্ঠিত নন, লাতিন আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বাভাবিক নেতৃপদেও গৃহীত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রবল লড়াইয়ে তিনি অকুতোভয়। মার্কিন ভূখণ্ডের অদূরে দাঁড়িয়ে তেরো বৎসর যেভাবে লড়াই করে ভেনেজুয়েলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা বিশ্বের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। তারই স্বীকৃতিতে বিশ্বব্যাপী প্রচার, প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়। মানুষের অদম্য কৌতূহল সর্বত্র। মজার বিষয়, শাভেজের এই অসাধারণ জয়কে কলঙ্কিত করার সাহস কিন্তু

পশ্চিমি সংবাদমাধ্যম দেখাতে পারেনি। আগে কুৎসা, অপপ্রচার, চরিত্রহনন এবং নানা ধরনের অন্তর্ঘাত ঘটিয়েছে দক্ষিণপন্থী দেশি ও বিদেশি শক্তি। তথাপি নির্বাচন হয়েছে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ। একাশি শতাংশ মানুষ নির্বাচনে অংশ নেয়। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এই নির্বাচন প্রক্রিয়াকে 'বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ' বলে সমালোচকদের আক্রমণ ভোঁতা করে দিয়েছেন। গণতন্ত্রের বড়াই করা আমেরিকায় ১৯৬০ থেকে ২০১০-এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়ে ১৯৬০-এ ৬৩·১ শতাংশ। ১৯৯৬-এ ভোট দেয় ৪৯·১ শতাংশ মানুষ। ২০১০-এ মার্কিন কংগ্রেসের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী মাত্র ৩৭·৮ শতাংশ ভোটার। উপরন্তু আমেরিকার নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নানা প্রশ্নের মুখে। বিপরীতে ভেনেজুয়েলার নির্বাচন প্রক্রিয়া বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রশংসিত। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং অবাধে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রতিটি ভোটের বিচার হয়। সততার সঙ্গে গণনা করা হয়। প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার গুণে প্রতিদ্বন্দ্বী কাপ্রিলেস ফলাফল ঘোষণার অব্যবহিত পরে আনুষ্ঠানিকভাবে শাভেজের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নেন।

দক্ষিণ বা লাতিন আমেরিকার অন্যতম রাষ্ট্র ভেনেজুয়েলা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। এই মহাদেশের উত্তরে অবস্থিত রাষ্ট্রটির আয়তন ৯১৬৪৪৫ বর্গ কিমি, ২০১০-এর পরিসংখ্যান অনুসারে জনসংখ্যা ২৮৯৪৬১০১ অর্থাৎ বিশ্বের ০·৪১ শতাংশ। রাষ্ট্রভাষা স্প্যানিশ। তবে দেশে একশো একটি ভাষার অস্তিত্ব বিদ্যমান যদিও আদানপ্রদানের জন্য আশিটি ভাষা ব্যবহৃত হয়। জনসংখ্যার ৪৯·৯ শতাংশ ম্যাসটিজো, ৪২·২ শতাংশ শ্বেতাঙ্গ, ৩·৫ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ, ২·৭ শতাংশ আমেরিন্ডিয়ান, অন্যান্য ১·১ শতাংশ এবং অজ্ঞাতনামা ·০৬ শতাংশ। ফেডারেল

প্রেসিডেন্সিয়াল কন্সটিটিউশনাল রিপাবলিক সরকারের প্রধান আইনসভা ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলি। ৫ জুলাই, ১৮১১ স্পেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ। আবার পরাধীন। পুনরায় স্বাধীনতা লাভ ১৩ জানুয়ারি ১৮৩০ গ্রান কলম্বিয়ার কাছ থেকে। ২০১১-র হিসাবে মোট জাতীয় আয় ৩৭৪·১১১ বিলিয়ন ডলার এবং মাথাপিছু আয় ১০৬১০ ডলার। সাকুল্যে তেইশটি রাজ্য এবং বেশ কিছু সংখ্যক সামুদ্রিক দ্বীপ। লাতিন আমেরিকাতেও বটে, পৃথিবীর মধ্যে নগরে বসবাসরত জনসংখ্যার হার খুব বেশি - ৯০ শতাংশেরও অধিক। অন্য একটি বিচারে দেশটি খুবই সম্ভাবনাময়। ৩০ শতাংশের বয়স চোদ্দো বৎসরের নীচে এবং মাত্র চার শতাংশের বয়স পঁয়ষট্টি বৎসরের বেশি। সাক্ষরতার হার নিরানব্বই শতাংশ।

॥ ২ ॥

নেপথ্যে

নির্বাচনের প্রাক্কালে ভেনেজুয়েলায় অর্থনীতির প্রধান উৎস খনিজ তেলের দুটি শোধনাগারে অন্তর্ঘাতের দুটি ঘটনা ঘটে। বৃহত্তম শোধনাগারে বিস্ফোরণে আটচল্লিশ জন নিহত হয়। সেখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় দিনে ছয় লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ব্যারেল তেল উৎপাদনে সক্ষম শোধনাগার। দিনকয়েক পরে আরেকটি বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অপর একটি শোধনাগার। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। শাভেজের সমর্থকেরা একে অন্তর্ঘাতের ঘটনারূপে চিহ্নিত করেন। এই ঘটনার সঙ্গে কাকতালীয় যোগাযোগ আমেরিকায় প্রচারিত একটা অ্যানিমেশন চিত্র 'মার্সিনারিজ ২'-এর একটা কমপিউটার গেম-এর। আমেরিকার কোম্পানি এর প্রযোজক। চিত্রিত হয়—যুদ্ধবিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলায় ছোটো ছোটো বাচ্চারা বন্দুক চালাচ্ছে। অভ্যুত্থানের এক নেতা দেশের তেল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ